R. N. No 2532/57 | Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টাটার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৭শ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭ সাল।
১১ই জুন ১৯৮০ সাল।

নগদ মূল্য : ২০ পয়সা
বার্ষিক ৯৲, সডাক ১০৲

বানে জলে ঝড়ে স্কুলঘর ক্ষতিগ্রস্ত, পঞ্চায়েত তবু নীরব

নিজস্ব সংবাদদাতা : অননুমোদিত—এই কারণে রঘুনাথগঞ্জ সার্কেলের গদাইপুর তপশীল প্রাথমিক বিদ্যালয়টির কপালে সরকারী ভাণ্ডারের এক কপর্দকও জোটেনি। তাই বানে জলে এবং সাম্প্রতিক ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও গদাইপুর স্কুলটি মেরামত বা সংস্কারে হাত পড়েনি। 'ঐ এলাকার মানুষ গরীব এবং তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই তাদের প্রতি এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ' বলে গ্রামের অধিবাসীরা অভিযোগ করেছেন। ১৯৮০ সালের ১০ মার্চ স্কুলটি সরকারী অনুমোদন পেয়েছে। তবু সংস্কারের দিকে নজর নাই। প্রাথমিক স্কুলটি প্রথম প্রতিষ্ঠা হয় আট বছর আগে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি মানুষের হাড়ভাঙ্গা শ্রম ও আর্থিক সাহায্যে স্কুলগৃহের গোড়াপত্তন হয়। এর পর গ্রামের লোকজন ও শিক্ষকরা মিলে স্কুলটি আংশিক মেরামত করে ক্লাস চালান। দীর্ঘ টালবাহানার পর স্কুলটি এ বছরই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত পঞ্চায়েত বা কোন সাহায্যকারী সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত স্কুলঘরটিকে বাঁচাতে সাহায্যের হাত বাড়াননি। ফলে বর্তমানে প্রায় আচ্ছাদনহীন অবস্থায় বিপজ্জনকভাবে স্কুলঘরটি ধ্বসে পড়ার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। গ্রামবাসীদের আশঙ্কা, আসন্ন বর্ষায় স্কুলঘরটি পুরোপুরি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। স্কুলটি কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ও রঘুনাথগঞ্জ—১ পঞ্চায়েত সমিতির অধীন। সঙ্গীন অবস্থার কথা জানানো হয়েছে তাদের। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনরকম সরকারী সাহায্য মেলেনি। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে বলা হয়েছে, 'টাকা নেই তাই

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুরশিদাবাদ জেলায় শতকরা ৩৯ জন ছাত্রই রোগী : সমীক্ষা

বিশেষ প্রতিনিধি, ১১ জুন—মুর্শিদাবাদ জেলায় শতকরা উনচল্লিশ জন প্রাথমিক ছাত্রই রোগী। একটি সমীক্ষা থেকে এ তথ্য জানা গেছে বলে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মদনমোহন মণ্ডল জানান। গতকাল ডাঃ মণ্ডল এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন, তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রাথমিক ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একজন মেডিক্যাল অফিসার আছেন। ১৯৭৯ সালে জেলার ১৯১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৪,৯২৫ জন ছাত্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে দেখা গেছে শতকরা উনচল্লিশ জন ছাত্রই কোন না কোন রোগে ভুগছে। তার মধ্যে ম্যালনিউট্রিশনে ৮·৮%, চোখের রোগে ৮·৫%, এ্যানিমিয়ায় ৬% ভুগছে। এ ছাড়া অন্যান্য রোগও আছে। এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে প্রত্যেক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে একদিন করে বিকেল তিনটে থেকে চারটে পর্যন্ত। তিনি জানান এখনও ৭০% ডেলিভারী বাড়ীতেই হয়ে থাকে। তারা

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সাগরদীঘিতে গ্রামীণ হাসপাতালের প্রস্তাব

বিশেষ প্রতিনিধি, ১১ জুন—সাগরদীঘি এবং বড়োঞায় দুটি গ্রামীণ হাসপাতাল স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বহরমপুরে গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়ে এ খবর দেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মদনমোহন মণ্ডল। তিনি বলেন, বেনিয়াগ্রাম এফ আর ই হাসপাতাল এবং সুন্দরপুর এ জি হাসপাতালকে দশ শয্যার সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রূপান্তরিত করার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের মিঠিপুরে সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ হলে জেলার প্রতি ব্লকে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দুটি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে। সে প্রস্তাবও পাঠানো

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

কলকাতা-রঘুনাথগঞ্জ বাস চালানোর দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি-মনিগ্রাম-গনকর-রঘুনাথগঞ্জ সড়ক হয়ে কলকাতা থেকে রঘুনাথগঞ্জ পর্যন্ত কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণের বাস চালানোর অনুরোধ জানিয়ে বিভাগীয় জেনারেল ম্যানেজারকে চিঠি দিয়েছেন

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভেজাল তেল আটক

বিশেষ প্রতিনিধি, ১১ জুন—ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর একটি মুদির দোকানের ভেজাল সরষের তেল খেয়ে অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অসমর্থিত সংবাদে জানা গেছে, বহরমপুর এবং কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে অসুস্থদের মধ্যে কয়েকজনের মৃত্যু ঘটেছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক গতকাল এক সাংবাদিক বৈঠকে মৃত্যু সংবাদ অস্বীকার করে জানিয়েছেন, ফরাক্কায় ওই মুদির দোকানের সমস্ত তেল আটক করা হয়েছে। দোকানদারের নাম কালীপদ দাস।

বাস ধর্মঘট

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ জুন—সীমিত ষ্টেপেজসহ বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বাস কর্মীরা আজ জেলাব্যাপী একদিনের প্রতীক বাস ধর্মঘটের সামিল হয়েছেন। ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে জেলার বাস মালিকরা ১২ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে নামবেন বলে জানা গেছে। ৮ জুন থেকে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম ৭৩ পয়সা বৃদ্ধির প্রতিবাদে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে এই ধর্মঘট বলে জানানো হয়েছে।

প্রধান বহিষ্কৃত

সাগরদীঘি, ১১ জুন—জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কাবিলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সি পি এম-এর গদাধর সরকারের সঙ্গে দলীয় সম্পর্ক ছেদ করা হয়েছে এবং একই কারণে সাগরদীঘি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী ওরফে ভোলা চৌধুরীর সঙ্গে পার্টির সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে বলে সি পি এম-এর জেলা পরিষদ সদস্য গিয়াসুদ্দিন মিরজা জানিয়েছেন।

পুরসভায় পানীয় জল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১১ জুন—জঙ্গিপুর পুরসভায় পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছে। আজ সরকারীভাবে পুরসভাকে এ খবর জানানো হয়েছে। সভাপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, খুব শিগ্‌গির সত্তর লক্ষ টাকার প্রকল্পটি বাস্তবে রূপায়িত হবে।

কর্মীসভায় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী রাম চ্যাটারজি গত বুধবার রঘুনাথগঞ্জে দুটি কর্মীসভায় ভাষণ দেন। একটি সভার আয়োজন করেন মারকৃসবাদী ফরওয়ারড ব্লক, অপরটি সদ্য ভেঙে দেওয়া ফরওয়ারড ব্লকের রঘুনাথগঞ্জ কমিটির কর্মীরা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৮শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৮৭।

মহাশ্মশানের শ্মশানযাত্রা

জঙ্গিপুরের শ্মশানঘাট কত কান্নার পাট। বহু প্রাচীনত্ব লইয়া ইহা আজ মহাশ্মশানের পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। যে যে দিক রক্ষিত হইলে শ্মশান মহাশ্মশানে পরিণত হয়, জঙ্গিপুরের অর্থাৎ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরস্থ শ্মশান তাহার সবগুলিই পূর্ণ করিয়াছে। এই শ্মশানে চিতা জ্বলিতেই থাকে। এখানে অধিষ্ঠিতা ৺শ্মশানকালিকা শুধু শহরবাসীদেরই নয়, বহু স্থানের অগণিত ভক্তের পূজার্ঘ্য পাইয়া থাকেন। তাই এই শ্মশান অনেকেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

'শ্মশানম্'—'শবানাং শয়নম্' কিন্তু শবসমূহের শয়নস্থান যে আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অর্থাৎ এই মহাশ্মশানের শ্মশানযাত্রার আর দেরী নাই। ভাগীরথীর খেয়ালী ভাঙন মহাশ্মশানের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। ইতোমধ্যে শ্মশানের যে অংশ বাঁধান চিতা ছিল, তাহা প্রায় ঝুলন্ত অবস্থায়। নদীর পশ্চিম পাড় ক্রমশঃ ভাঙ্গিতেছে। শুধু শ্মশানটুকুই নয়, রঘুনাথগঞ্জের গাড়ীঘাটের অল্প দক্ষিণ হইতে শুরু করিয়া সুজাপুরের নিকট পর্যন্ত এক বিরাট অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে এবং নদী ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে ঠেলিয়া প্রবেশ করিতেছে। এই ভাঙ্গনের প্রতিরোধ না করিলে খুব নিকট ভবিষ্যতে রঘুনাথগঞ্জ শহরের বড় রকমের একটা অংশ নদীগর্ভে চলিয়া যাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে।

আলোচ্য বিষয়টি আমরা পত্রিকায় গত সংখ্যায় সংবাদ প্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছি। শ্মশানের নিকটেই প্রচুর পাথর জমা করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ভাঙনরোধে পার বাঁধান। কিন্তু কবে যে কাজ আরম্ভ হইবে, তাহা ৺শ্মশানকালিকাও জানেন কিনা সন্দেহ—আমাদের কী কথা। হয়ত অচিরেই দেখা যাইবে নদীতীরে স্তূপীকৃত এই প্রস্তর (যাহার অতি নিকটেই নদীর ভাঙন), তাহাকেও জহ্নুকন্যা গ্রাস করিয়াছেন।

সংবাদে প্রকাশ, মাননীয় রাজ্য কারা ও পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট সম্প্রতি স্মারকলিপি পেশ করিয়া এই মহাশ্মশানকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার আবেদন জানান হইয়াছে। যত তাড়াতাড়ি মুমূর্ষু শ্মশানকে বাঁচান যায়, ততই মঙ্গল। মহাশ্মশানে শেষকৃত্য হউক, এ অন্তিম ইচ্ছা সংস্কার হইলেও শেষ ইচ্ছা,—অতএব অনস্বীকার্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

কাউন্সিলের কাণ্ড

ইউনিভার্সিটির নানান অকথ্য গাফিলতি তো এখন চিরাচরিত ঐতিহ্যে দাঁড়িয়েছে। দু'বছর যেতে না যেতেই এগার-বারোর উপরওয়ালা কাউন্সিলও সে সুনাম অর্জন করতে চলেছে। এ বছর তিনটে পরীক্ষা হল তারপরই ব্যস—বন্ধ! কি হয়েছে—না—প্রশ্নপত্র ফাঁস! যে পরীক্ষা নিয়ে ছেলেদের জীবন-মরণ সমস্যা, ভবিষ্যতের আশা, হতাশা, স্বপ্ন—সেই পরীক্ষাকে নিয়ে উপরমহলের ছেলেখেলা! এক মাস পিছিয়ে দেওয়া হল পরীক্ষাকে, এতে কারও হয়তো ভালো হল, কিন্তু অনেক ভালো ছেলেরই খারাপ হল, কারণ উৎসাহের যে জোয়ারে গা ভাসিয়ে ওরা পরীক্ষা দিচ্ছিল, সেখানে অপ্রত্যাশিত ভাটার টান পড়ল। আরো একটা বড় কথা—ব্যস্ত শহর কোলকাতায় গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষাকে নিয়ে এভাবে প্রশ্নপত্র ফাঁসের লুকোচুরি খেলা খেললে মফঃস্বলের পরীক্ষার্থীরা যেমন শিক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা হারাবে তেমনি হারাবে কাউন্সিলের প্রতি আস্থা; নিজেদের উদ্যম তো হারাবেই। ভৌতবিজ্ঞান প্রথমপত্র নাকি শুধু কোলকাতার পরীক্ষা কেন্দ্রেই নতুন করে নেওয়া হবে ৭ জুলাই। কেন, কোলকাতায় প্রশ্নপত্র ফাঁস হলে কি কোলকাতার সীমানার বাইরে তা একটুও ছড়াবে না? তবে কেন এই উল্টোপাল্টা ব্যাপার? সব চেয়ে বড় কথা, এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয় কি করে? যে দায়িত্বসম্পন্নদের উপর প্রশ্নপত্র তৈরীর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়, তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে এত উদাসীন কেন? —সাধন দাস, ভৈরবটোলা (লবণচোয়া)

শিব শম্ভু! শিব শম্ভু!

শিব ধ্যানস্থ হলে তিনি জাগতিক স্বত্ত্বা হারান, নন্দীভৃঙ্গীর খবর রাখতে পারেন না। আমাদের শিক্ষামন্ত্রীর অবস্থা দেখছি সেই রকম। তিনি হুকুম দিলেন বিনা ব্যয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা এমন কি কিছু কিছু পুস্তক দান চালু করতে হবে। কিন্তু তাঁর নন্দীভৃঙ্গীর দল স্কুলে নানা অজুহাতে সব ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে যে মোটা টাকা আদায় করছেন—তিনি ধ্যানস্থ থাকায় তাঁর খবর রাখতে পারছেন না। তাই অনুরোধ করি শম্ভুবাবু হয়, তৃতীয় নয়ন দিয়ে সব দেখুন, নয়তো ধ্যান ভঙ্গ করে এই দুঃখ কষ্টের লাঘব করুন আর আপনার নন্দীভৃঙ্গীর হাত থেকে দেশকে বাঁচান। —জনৈক পাঠক, আসানসোল (বর্ধমান)।

বড় লোকের ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে

ইউ বি আই বড় লোকের ব্যাঙ্ক প্রসঙ্গে সংবাদটি এবং পরবর্ত্তীতে জনৈক মুক্তিপদ সাহার স্বচ্ছ দালালীপনা বিষয়ক চিঠিটি পাঠ করলাম। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ গরীব, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, বর্গাদার প্রমুখকে ব্যাঙ্ক মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেওয়া। রঘুনাথগঞ্জে উল্লিখিত ব্যাঙ্কের শাখাটি এবং তার ম্যানেজারের খামখেয়ালীপনায় সরকারের উদ্দেশ্য পুরোপুরি ব্যাহত হতে চলেছে। আমার মত যে কোন খেটে খাওয়া ঘরের মানুষ ঐ শাখায় গেলেই বুঝতে পারবেন। মুক্তিবাবুর জবানীতে নির্লজ্জ দালালীপনা তার কোন স্বার্থ সিদ্ধির অপপ্রয়াস কিনা জানি না। তবে দালালী করার আগে সবদিক ভেবে চিন্তে করা উচিত ছিল। কেন না যে যুবকের কথা ও ঘটনা আপনাদের সংবাদে প্রকাশ পেয়েছে সেই যুবকটি ঋণ দেওয়ার সময় মুক্তিবাবুর অবস্থান দশ দিকের (উর্ধ্ব-অধর) কোন দিকে ছিল বুঝলাম না। মুক্তি সাহা তবে কি অদৃশ্য প্রেতাত্মার প্রতিচ্ছবি? আবডালে থেকে তিনি সব কিছু অনুধাবন করেছেন। যাই হোক ঘটনা ঘটেছিল আমাকে নিয়েই। আমার বাবা দীর্ঘদিন আগে রিটায়ার করেছেন। আমি বেকার। বাবা ও আমি ম্যানেজারের কাছে কয়েকবারই গেছি, যদি কিছু আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় এবং তাই দিয়ে একটা দোকান টোকান খুলতে পারি এই আশায়। দু'বারই আমাকে চূড়ান্তভাবে অপমান করা হয়েছে। ম্যানেজারের সেদিনের উক্তি কত কদর্য তা শুনুন, আমাকে তেল দিতে হবে, যা খুশি করবেন—ঋণ দেব না, বেরিয়ে যান এখান থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি। সঙ্গে আমার বৃদ্ধ বাবাও ছিলেন। আমার বাবার প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা দীর্ঘদিন ধরে আটকে আছে। জমি জমাও আছে কিছু। তবু ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। অথচ মুক্তিবাবুর মত কিছু দালাল প্রতিনিয়তই ব্যাঙ্ক থেকে মধুটুকু খেয়ে নিতে তৎপর। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠলেই গেল গেল রব। এরই নাম বুঝি গরিবি হঠাও! —গুণধর দাস জেঠিয়া (রঘুনাথগঞ্জ)।

খেলার খবর

রঘুনাথগঞ্জ, ১০ জুন—সম্প্রতি মনোরমা স্মৃতি শীলড ও সোনালী স্মৃতি কাপের ফাইনালে অগ্নিফৌজ ক্লাব ৪—১ গোলে কিরণ সংঘকে পরাজিত করে। শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় নির্বাচিত হন অগ্নিফৌজের বাবুয়া পাল ও কিরণ সংঘের তুষার দাস।

নজরুল-রবীন্দ্র স্মরণে

নিজস্ব সংবাদদাতা: সাগরদীঘি থানার যোগপুর তরুণতীর্থের উদ্যোগে নজরুল ও রবীন্দ্র স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তারা বিদ্রোহী কবি ও বিশ্বকবির জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

ডি এস ও-র রঘুনাথগঞ্জ থানা কমিটির উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়। পৌরোহিত্য করেন সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। সঙ্গীত ও আবৃত্তি পরিবেশন ছাড়াও বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে জঙ্গিপুর টাউন ক্লাবে নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়।

কংগ্রেসের পিকেটিং

আসাম তথা উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের নিগ্রহের প্রতিবাদে এবং আসাম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দু'মুখো নীতির প্রতিবাদে বাঙলা বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটি জেলার বিভিন্ন সরকারী অফিসের সামনে পিকেটিং করেন।

—প্রাপ্ত

একদিনের শিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি, ১০ জুন—অগ্নিবীণা সব পেয়েছির আসর এর উদ্যোগে পয়লা জুন একদিনের এক শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে আসরের ৫০ জন ভাই ও বোন যোগদান করেন। রাত্রিতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই শিবির সমাপ্ত হয়।

মিরজাপুর নবভারত মহিলা মহল ও সব পেয়েছির আসরের পরিচালনায় সাতদিনের ব্রতচারী শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

দ্রুত আরোগ্যকারী
চর্ম্মরোগের মহৌষধ

চন্দ্র-মালতী (R)

(ম্যানুফ্যাকচারিং লাইসেন্স নং
এ, এল ৩২৪-এম)

নিবেদনে—জুপলুনা ইণ্ডাষ্ট্রীজ
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জিলা মুর্শিদাবাদ
পিন—৭৪২২২৫

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

সরকারী কর্মচারী সমিতি

রঘুনাথগঞ্জ, ১ জুন—রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটির ডাকে গতকাল জঙ্গিপুর পুরসভা ভবনে জাতীয়তাবাদী ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বিভিন্ন সংগঠনের কর্মচারী সমন্বয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনা হয় এবং কমল ত্রিবেদীকে সভাপতি ও অরুণ রায়কে সম্পাদক করে ২৫ সদস্যের জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটি গঠন করা হয়।

উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১০ জুন—ফরাক্কা ওয়ারকসপের অনিরুদ্ধ নায়েক (৩৫) নামে এক কর্মী ২ জুন তাঁর কোয়ার্টারে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনার পরদিন ওয়ারকসপ বন্ধ রাখা হয়। এই ঘটনার কয়েকদিন আগে ফরাক্কা বাঁধ উপনগরীর এক তরুণী ভারতী চৌধুরী (১৮) উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করে। কারণ জানা যায়নি।

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া
সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের
জন্য নির্ভরযোগ্য বাস

বেশার বাস সারভিস

ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের
জন্য রিজার্ভ দেওয়া হয়)

টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্লেট ও খাতা সরবরাহের জন্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী সীলমোহর করা খামে টেণ্ডার আহ্বান করিতেছে।

শ্লেট ও খাতার দাম, আয়কর ও স্কুল বোর্ডের গুদামে সরবরাহ করা পর্য্যন্ত ও সর্বপ্রকার খরচ ধরিয়া দর লিখিতে হইবে।

২৪শে জুন, ১৯৮০ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা হইবে।

টেণ্ডার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর, অফিসের কাজের দিন স্কুল বোর্ড অফিস হইতে জানা যাইতে পারে।

সম্পাদক—
জেলা স্কুল বোর্ড, মুর্শিদাবাদ
পঞ্চাননতলা
পোঃ বহরমপুর
জেলা মুর্শিদাবাদ

আমরা মনে করি

★ কোন রাজ্যের আন্দোলনকারীরা ঠিক করতে পারেন না বিদেশী নাগরিক কারা। ঠিক করবেন সরকার জাতীয় ভিত্তিতে সর্বদলীয় মতামত নিয়ে।

★ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কেউ কোন কারণেই বিঘ্নিত করতে পারেন না। ভারতের নাগরিক হিসাবে যে কোন রাজ্যেই আমরা বসবাস করতে পারি। প্রত্যেকটি রাজ্যেই সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তার অধিকার মৌলিক।

★ কোন একটি রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ কেবলমাত্র সেই রাজ্যেই দাবী করতে পারেন না। ভারতের যে কোন রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিকার সমগ্র ভারতবাসীর।

জাতীয় সংহতি রক্ষা করুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য অফিস হইতে প্রচারিত।

টেণ্ডার

মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের অধীন প্রাথমিক ও নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে শিশুদের টিফিনের জন্য ৪৫০ গ্রাম (৭৫ গ্রামের সমান ছয় খণ্ডে বিভক্ত) ওজনের পাউরুটী সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহ্বান করিতেছে।

মোরকসহ রুটীর দাম, আয়কর, প্রতিটি স্কুলে সরবরাহ কার্য্য পর্য্যন্ত ও সর্ব্বপ্রকার খরচ ধরিয়া দর লিখিতে হইবে।

২৫শে জুন বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত টেণ্ডার গ্রহণ করা যাইবে।

টেণ্ডার বিষয়ে সমস্ত খবরাখবর, টেণ্ডার ফরম ইত্যাদি অফিসের কাজের দিন বেলা ১১টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত অফিস হইতে জানা ও পাওয়া যাইবে।

সম্পাদক—
এড হক কমিটি
জেলা স্কুল বোর্ড, মুর্শিদাবাদ
পঞ্চাননতলা
বহরমপুর

বাস চালানোর দাবি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

জিয়াগঞ্জ থানা উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক চিত্তরঞ্জন মজুমদার। তিনি বলেছেন বাস চালু হলে এতদঞ্চলের যাত্রীসাধারণের কলকাতা যাতায়াতে সুবিধা হবে। চিঠিতে তিনি জেনারেল ম্যানেজারকে উল্লিখিত সড়ক পরিদর্শনের জন্য একজন অফিসার পাঠাতে অনুরোধ করেছেন।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, মোরগ্রাম হয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কে কলকাতা—রঘুনাথগঞ্জ চলাচলের জন্য রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি বাস মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু বাসটি এখনও চালু না হওয়ায় যাত্রীরা ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এবং চালু না হওয়া পর্যন্ত কলকাতা—রায়গঞ্জ ও কলকাতা—মালদার বাসগুলিকে রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা হয়ে চলাচলের দাবি জানাচ্ছেন।

৩১ জন ছাত্রই রোগী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু স্বাস্থ্য দপ্তরকে কিছু জানায় না। একইভাবে জানানো হয় না মৃত্যুহার। যদিও জন্ম মৃত্যুর হার জানানোর দায়িত্ব গ্রামে পঞ্চায়েতের শহরে পুরসভার। ১৯৭৯ সালে সাগরদীঘি, নবগ্রাম, জলঙ্গী এবং ভগবানগোলা ২নং ব্লকে 'স্যামপল রেজিসট্রেশন স্কীম' এ দেখা গেছে গ্রামাঞ্চলে প্রতি হাজারে জন্মহার ৩৫-৭ জন এবং মৃত্যুহার ১০-৮ জন। গ্রামাঞ্চলের প্রসূতিদের সুবিধার জন্য ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীরা গ্রামে গিয়ে তাদের পাওনা থেক বঞ্চিত হচ্ছেন। জনসাধারণ ধাত্রীদের সরকারী কর্ম্মচারী ভেবে নিয়ে দিধে দিচ্ছেন না। ডাঃ মণ্ডল জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখেন, ধাত্রীদের পাওনা যেন মিটিয়ে দেওয়া হয়। কারণ তাঁরা সরকারী কর্ম্মচারী নন এবং কোনরকম অর্থ সাহায্য তাঁরা সরকার থেকে পান না।

ডাঃ মণ্ডল জানান, জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে ১১টি ব্লকে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। তার মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ ১ ও ২নং ব্লক এবং মুরশিদাবাদ—জিয়াগঞ্জ ব্লকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ সবচেয়ে বেশী। কুষ্ঠরোগ গ্রামের চেয়ে শহরাঞ্চলে বেশী। তিনি জানান, ১৯৭৯ সালে জেলায় আউটডোরে ৪২, ৭৯, ১০২ জন এবং ইনডোরে ১, ১২, ৫৩৫ জন রোগীর চিকিৎসা হয়েছে।

গ্রামীণ হাসপাতালের প্রস্তাব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। এ ছাড়াও তেঘরি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে দশ শয্যা থেকে পনের শয্যায় উন্নীত করার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। সামসেরগঞ্জ ব্লকের উত্তর মহম্মদপুরে একটি সহায়ক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরী করা হচ্ছে। বহরমপুরে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল স্কুল এ বছর খোলা হবে। আগষ্টে সেসন শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতি পাঁচ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে জেলায় মোট ৭৭৮টি সাব-সেন্টার খোলা হবে। ও পি ডি এবং চেষ্ট ক্লিনিক বিলডিংসহ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালকে ১২৫ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করার জন্য ৩৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত তবু নীরব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

স্কুলের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে বিলম্ব ঘটছে।'

এদিকে গ্রামবাসীদের অভিযোগ, অনমুমোদিত থাকায় গদাইপুর স্কুলে আর্থিক অনুদান মঞ্জুরের ক্ষেত্রে যে বিধি নিয়ম দেখানো হয়েছে আর একটি অনমুমোদিত উমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয়নি। সম্ভবতঃ তদ্বিরের জোরে সরকারী ভাণ্ডার থেকে এক কাঁড়ি টাকা সংশ্লিষ্ট স্কুলটিকে দেওয়া হয়েছে। গ্রামবাসীদের মতে, এটা পঞ্চায়েতের বৈষম্যমূলক আচরণ।

গ্রামবাসীদের মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগই তপশীলিভুক্ত। তারা স্কুল ঘরের সংস্কার ও পুনঃ নির্ম্মাণের জন্য লুথারিয়ান সাহায্যকারী সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর্থিক অনুদানের মঞ্জুরী প্রার্থনা করেছেন।

আরো একটি ঃ সূতি—১নং ব্লকের অন্তর্গত জঙ্গিপুর চক্রের সোনারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৭৮ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয় হিসাবে জেলা স্কুল বোরডের কাছ থেকে পুনর্নির্ম্মাণের জন্য আঠার হাজার

—পাশের কলমে দেখুন

টাকা অনুদান পায় এবং সম্প্রতি বিদ্যালয়ের নির্ম্মাণ কাজ শেষ হয়। কিন্তু ২২ মে-র ঝড়ে বিদ্যালয়টি ভেঙে পড়ে বলে জানা যায়। গ্রামবাসীরা জানান যে 'ঝড়' সেদিন হয়েছে তাতে ভেঙে পড়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আরো জানানো হয়েছে বিদ্যালয়টির নির্ম্মাণ কাজের শুরু থেকেই স্থানীয় জনসাধারণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে তদন্তের দাবি জানানো হয়েছে।

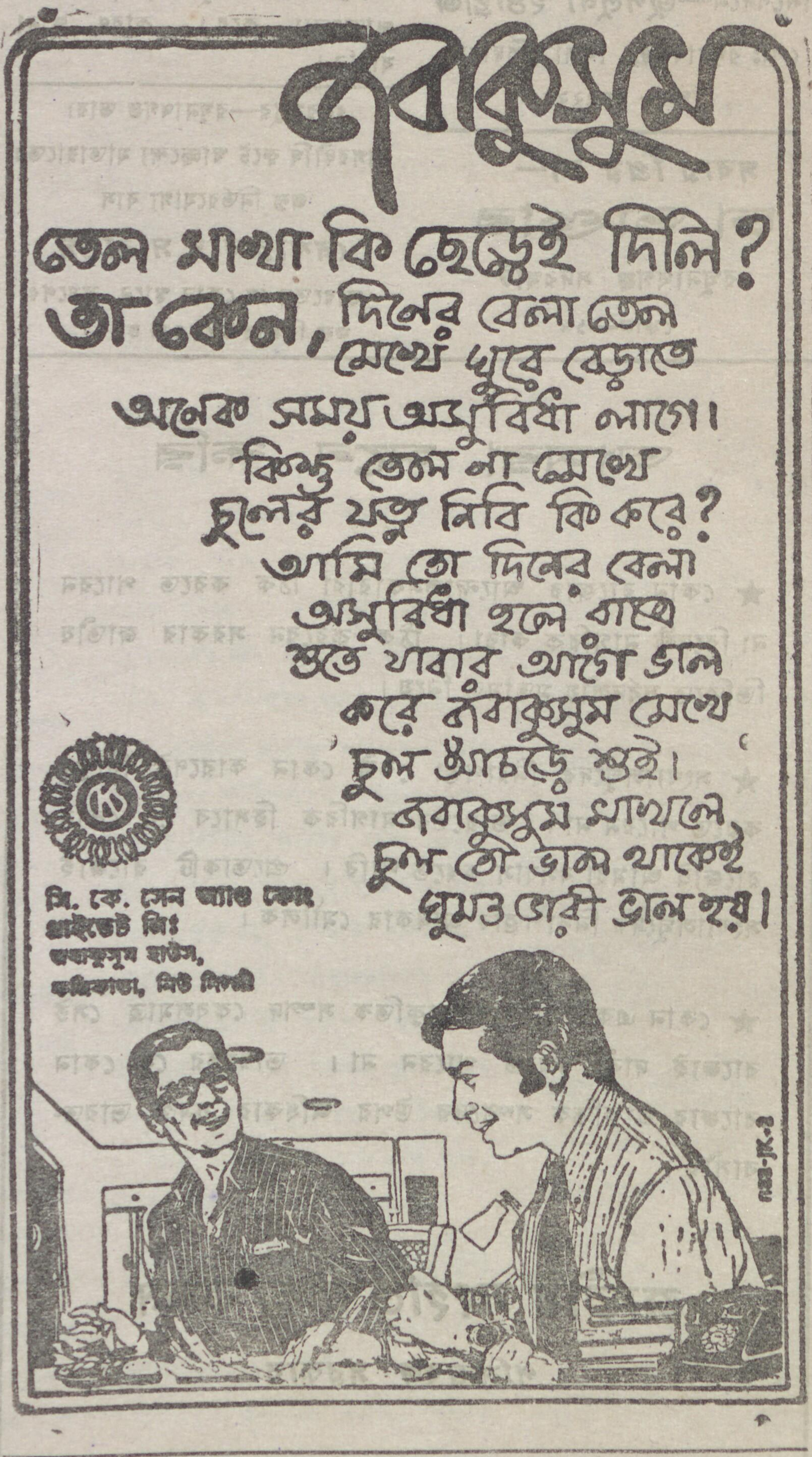

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর প্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।